

বানান সতর্কতা (যেসব শব্দের বানান ভুল হতে পারে)

অফুরান, নামতা, ধারাপাত, ধোয়ামাথা, ঝামাঝম, বারিধারা, স্নান, প্রাণখোলা, বরষায়, ঘোলাজল, ভরসায়, উৎসব, ঘনঘোর, উন্মাদ, শ্রাবণ, মাবনের, দশদিক, জর্জর, গ্রীষ্মের, রৌদ্র, স্মৃতি, বিশ্ব, নিঃস্বাস, ধুকধুক, আশাড়, সুখদুখ।

কর্ম-অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান শিক্ষকের সহায়তায় নিজে করি

ক ▶ শ্রাবণ মাসে তোমার এলাকায় কী কী পরিবর্তন ঘটে? লেখ।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৮৬

উত্তর : শ্রাবণ মাসে আমাদের এলাকায় অনেক পরিবর্তন ঘটে। গ্রীষ্মের খর-তাপে শুকিয়ে যাওয়া খাল-বিল শ্রাবণের জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মাঠ-ধানখেত জলের নিচে তলিয়ে যায়। নিচু রাস্তা ও ঘরবাড়িতে পানি ওঠে। অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে মাটির রাস্তা কাদা-পিছল হয়। মানুষ চলাচল করতে পারে না। তবে গাছপালা সজীব হয়ে ওঠে। কদম ফুল ফোটে। চারদিক ফুলের গন্ধে মৌ মৌ করে। তবে কষ্টের বিষয় হলো,

এ সময় বৃষ্টিতে দরিদ্র লোকদের কাজ থাকে না। তাদের মাটির ঘর অনেক সময় ধসে পড়ে। তারা একত্র হয়ে অলসভাবে বসে গল্প করে। তাদের মধ্যে কর্মচঞ্চলতা থাকে না।

খ ▶ বর্ষার গান ও কবিতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

● বোর্ড বইয়ের পৃষ্ঠা-৮৬

উত্তর : প্রথমে তুমি বন্ধুদের সঙ্গে অনুষ্ঠান কীভাবে করবে সে বিষয়ে আলোচনা কর। তারপর কারা গান গাইতে পারে এবং কবিতা পাঠ করতে পারে তাদের একটি তালিকা তৈরি কর। তাদের গান গাওয়া ও কবিতা পাঠ করার জন্য বন্ধুরা মিলে আমন্ত্রণ জানাও। অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষণ ঠিক করে তাদের জানাও।

অনুশীলন

সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরসমূহকে অনুশীলনী, সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত প্রশ্নোত্তরের পাশাপাশি ছুল পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (●) ডরাট কর :

- শ্রাবণের জল অবিরাম ঝরে—
 (ক) সংগীতের মতো (খ) কোলাহলের মতো
 (গ) গণিতের মতো (ঘ) নামতার মতো
- 'অবিরাম একই গান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
 (ক) বর্ষার ঝরন (খ) নদীর ঘোলাজল
 (গ) একটানা বৃষ্টি (ঘ) সংগীত সন্ধ্যা
- বর্ষাযুগের দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,
 রৌদ্র-সংশ্লিষ্ট ধানখেত আঁজ তার স্পর্শ পেতে চায়,
 — উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার যে দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—
 (ক) অবিরাম বৃষ্টি (খ) মেঘলা আকাশ
 (গ) বৃষ্টিমাত প্রকৃতি (ঘ) তাপ ধুয়ে যাওয়া
- 'বৃষ্টি এল কাশবনে জাগল সাড়া ঘাসবনে'
 — উদ্দীপকের ভাবধারা 'শ্রাবণে' কবিতার কোন পঙ্ক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে?
 (ক) অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত
 (খ) আকাশের মুখ ঢাকা, ধোয়ামাথা চারিধার
 (গ) মান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়
 (ঘ) নদীনালা ঘোলাজল ভরে উঠে ভরসায়

১ম প্রশ্নের উত্তর

- প্রাণখোলা বর্ষায় গাছপালা স্নান করে।
- উন্মাদ শ্রাবণ' বলতে শ্রাবণ মাসের অবিরাম বর্ষণের কথা বোঝানো হয়েছে।
- শ্রাবণ মাসে অবিরাম বৃষ্টি হয়। রাত-দিন সব সময় টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়তেই থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই। প্রকৃতির বুকে যেন শ্রাবণ ঝরঝর জল ঝরানোর উৎসবে মেতে ওঠে। কবি তাই শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হওয়ার জন্য শ্রাবণকে উন্মাদ বলেছেন। কারণ উন্মাদ যেমন একই কাজ বারবার করে তেমনি শ্রাবণ মাসেও অবিরাম বৃষ্টি ঝরে।
- ১ম উদ্দীপকে 'শ্রাবণে' কবিতায় বর্ণিত বৃষ্টিমাত প্রকৃতির দিকটি চিত্রিত হয়েছে।
- বৃষসী বাংলার ছয়টি ঋতু। বাংলার বুকে গ্রীষ্মের রুদ্ধতার শেষে বর্ষা আসে। বর্ষার আগমনে ফুল-ফলে ভরে ওঠে প্রকৃতি। বৃষ্টিধারায় স্নান করে প্রকৃতি হয়ে ওঠে সজীব, সুন্দর। প্রকৃতিতে ফিরে আসে প্রাণস্পন্দন।
- 'শ্রাবণে' কবিতায় বৃষ্টিমাত প্রকৃতির অসাধারণ রূপ ফুটে উঠেছে। এখানে প্রকৃতি অবিরাম বর্ষায় স্নান করে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালের রোদের চিহ্ন ধুয়ে মুছে যায় প্রকৃতি থেকে। প্রাণখোলা বর্ষায় গাছপালা স্নান করে। 'শ্রাবণে' কবিতার প্রাকৃতিক এ চিত্রটি ১ম উদ্দীপকেও চিত্রিত হয়েছে। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মেঘের আড়ালে রোদ ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে ছল ছল জল কেয়া বনে স্বপ্ন সৃষ্টি করে। কদম ফুল ফোটে। বৃষ্টির ধারায় কদম ফুল তার রেণুগুলো মেলে ধরে। বৃষ্টির দিনে প্রকৃতি যে রূপ ধারণ করে উদ্দীপক ও কবিতায় তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, ১ম উদ্দীপকে 'শ্রাবণে' কবিতায় বর্ণিত বৃষ্টিমাত প্রকৃতির দিকটি চিত্রিত হয়েছে।

২য় উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

বৃষ্টির দিনে শুধু প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে না, পরিবর্তন আসে মানবমনেও। বৃষ্টিমাত প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানবমনও হয়ে ওঠে সংবেদনশীল। বৃষ্টির ধারা যেন মানবের হৃদয়-স্বার খুলে দেয়।

বৃষ্টির দিনে মানুষ বাইরে কোনো কাজ করতে পারে না। ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয়। তাই বৃষ্টির দিনে বাংলার মেয়েরা, পল্লি-বধূরা, মায়েরা বসে বসে কাঁথা সেলাই করে, যে কথাটি ২য় উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে। তারা রঙিন কাঁথায় মেলে ধরে বৃষ্টির মধ্যে লুকানো স্বপ্ন ও আশার কথা।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১।

উদ্দীপক (১) আজিকার রোদ ঘুমায়ে পড়িছে— ঘোলাটে মেঘের আড়ে, কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে— ছল ছল জলধারে। কাহার ঝিয়ারী কদম্ব শাখে— নিঝুম নিরালায়, ছোট ছোট রেণু খুলিয়া দিয়াছে— অক্ষুট কলিকায়।

উদ্দীপক (২) কেউবা রঙিন কাঁথায় মেলিয়া বৃকের স্বপনখানি, তারে ভাষা দেয় দীঘল সূতার মায়াবী আখর টানি।

- প্রাণখোলা বর্ষায় কে স্নান করে? ১
- 'উন্মাদ শ্রাবণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
- ১ম উদ্দীপকে 'শ্রাবণে' কবিতায় বর্ণিত বর্ষার কোন দিকটি চিত্রিত হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
- ২য় উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে কি?— যুক্তিসহ বিচার কর। ৪

সূতার টানে সেই স্বপ্নকে ভাষা দেয়। তাদের সেই কাঁথায় জড়িয়ে থাকে জীবনের নানা সুখ-দুঃখের আখ্যান। 'শ্রাবণে' কবিতায় কবি বলেছেন, বৃষ্টির দিনে মানবমনে বাজে নিঃস্বপ্ন ধুকধুক শব্দ। বৃষ্টির দিনে মানবমনেও সঞ্চার হয় নানা রকম আশা-দুরাশা, সুখ-দুঃখের কথা।

• উদ্দীপক ও 'শ্রাবণে' কবিতা উভয় জায়গায় বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির দিনে মানবমনে যে পালাবদল ঘটে সেই কথা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে মানুষের সুখ-দুঃখ স্বপ্নের কথা। তাই আমরা বলতে পারি যে, ২য় উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

সৃজনশীল অংশ কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

১. মাস্টার ট্রেনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

উদ্দীপকের বিষয় : বর্ষার অনন্য সৌন্দর্যে মানবমনের ভাবালুতা।

প্রশ্ন ২। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূল নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কলধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলেমিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। [তথ্যসূত্র : বর্ষা- প্রমথ চৌধুরী]

- ক. 'ধারাপাত' কী? ১
খ. 'মান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষায়' বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের কোন বিষয়টির সঙ্গে 'শ্রাবণে' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ষার মূর্ছনা থাকলেও নেই 'শ্রাবণে' কবিতার মতো মানবজীবনের অভিব্যক্তি- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ধারাপাত হলো অঙ্ক শেখার প্রাথমিক বই।
খ. চরণটিতে বরষায় গাছপালায় সিক্ত হয়ে ওঠার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।
• বর্ষাকালে প্রকৃতি জেগে ওঠে বর্ষার অবিরাম বারিধারায়। এ সময় চারদিক শুধু মুখরিত থাকে বৃষ্টির শব্দে। প্রকৃতি যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে নেচে ওঠে। বৃষ্টির জলধারা আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে যেভাবে ধুয়ে দেয়, তাতে মনে হয় প্রকৃতি যেন বৃষ্টির জলে স্নান করে নিচ্ছে। বর্ষায় মুক্ত জলের অবিরিত ধারা পুরো প্রকৃতিকে স্নান করার সুযোগ করে দেয়। আর প্রকৃতির গাছপালা যেন নিজেদেরকে সেই জলে ধুয়েমুছে শূন্য করে নেয়। প্রশ্নোক্ত চরণে বৃষ্টির জলে প্রকৃতির মন খুলে সিক্ত হওয়ার এই দিকটিই ফুটে উঠেছে।
গ. উদ্দীপকের দৃশ্যপটের সঙ্গে 'শ্রাবণে' কবিতার দৃশ্যপটের সাদৃশ্য রয়েছে।
• আমাদের দেশের প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের প্রকৃতির মাঝে দেখা যায় অনেক বড় পরিবর্তন। বর্ষাকালে এক রকম, গ্রীষ্মে এক রকম, আবার শরৎ ও হেমন্তে আর এক রকম। কিন্তু সব ঋতুই আমাদের শরীর ও মনে অনেক প্রভাব বিস্তার করে।
• উদ্দীপকে বর্ষার চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্ষার দিনে একটানা বৃষ্টি পড়লে মনে হয় মাথার উপর অবিরাম ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। বর্ষার সেই ধারা খুব সূক্ষ্ম হয় না, আবার খুব বড় আকারও হয় না। তা কেবল অনুভব করার বিষয়। কখনো তা নদীর কলধ্বনির মতো অনুভূত হয়, আবার কখনো মনে হয় শুকনো পাতার শব্দ। বর্ষার দিনে বৃষ্টির জলের শব্দ এবং বাতাসের শব্দ তৈরি করে আলাদা মূর্ছনা। উদ্দীপকে বর্ষার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই প্রকাশ পেয়েছে। 'শ্রাবণে' কবিতায়ও বর্ষার সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বর্ষাকালে এমনভাবে বৃষ্টি পড়ে মনে হয় বাদলের ধারাপাত চলছে অফুরান নামতার সঙ্গে। আকাশের মুখ ঢেকে যেন চারপাশে ধোয়া মাখিয়ে পৃথিবীর ছাত পিটিয়ে জলের ধারা পড়ছে। সেই ধারায় গাছপালা স্নান করে, নদী-নালা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বর্ষার এই অবিরাম গানে প্রকৃতির সবকিছু ধুয়ে মুছে যায়। কবিতায় এভাবে বর্ষার চিত্রকল্প আঁকা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের দৃশ্যপটের সঙ্গে 'শ্রাবণে' কবিতার দৃশ্যপটের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ষার মূর্ছনা থাকলেও নেই 'শ্রাবণে' কবিতার মতো মানবজীবনের অভিব্যক্তি- মন্তব্যটি যথার্থ।

• প্রকৃতি থেকে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের অনুভূতি লাভ করি। মনে কখনো উদাসীনতা আবার কখনো হাহাকার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃতি যে রূপই ধারণ করুক না কেন, তার সবই আমাদের জন্য উপকারী। কারণ প্রকৃতি মানুষের পরম বন্ধু।

• উদ্দীপকে বর্ষাকালের প্রকৃতির চিত্র দেখা যায়। বর্ষায় চারপাশে পানিতে ডরপুর থাকে। সবসময় বৃষ্টি পড়ার কারণে মনে হয় মাথার উপরেই যেন বৃষ্টির পানি পড়ছে। বৃষ্টির পানি, বাতাসের শব্দ ও চারপাশের প্রকৃতি সবকিছু মিলিয়ে এক অন্য রকম সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। 'শ্রাবণে' কবিতায় বৃষ্টির সঙ্গে মানুষের জীবনের তুলনা করা হয়েছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়ে যেন ধারাপাতের মতো করে। সেই জলের ধারায় ভিজে যায় গাছপালা, প্রকৃতির সবকিছু। নদী-নালা ভরে যায় বর্ষার জলধারায়। কবিতায় বলা হয়েছে, গ্রীষ্মের দাবদাহ যেমন ধুয়ে দেয় বর্ষা, আনে পরিবর্তন, তেমনিই প্রকৃতির পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনেও পালাবদল ঘটে। মানুষের জীবনও সবসময় এক রকম থাকে না। তা পরিবর্তন ঘটে ঋতু পরিবর্তনের মতোই।

• উদ্দীপকে বর্ষাকালের প্রকৃতির বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। 'শ্রাবণে' কবিতায় বর্ষাকালের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির পালাবদলের চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে প্রকৃতির মতো মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখের পালাবদলের কথাও বলা হয়েছে কবিতায়, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ষার মূর্ছনা থাকলেও নেই 'শ্রাবণে' কবিতার মতো মানবজীবনের অভিব্যক্তি।

উদ্দীপকের বিষয় : বর্ষা মুখর প্রকৃতি ও মানুষের মনের অবস্থা।

প্রশ্ন ৩। রুগ্ন বৃক্ষ ভিখারির রগ-ওঠা হাতের মতন

রুক্ষ মাঠ আসমান শোনে সেই বর্ষণের সুর;
তৃষিত বনের সাথে জেগে ওঠে তৃষাতপ্ত মন,
পাড়ি দিয়ে যেতে চায় বহু পথ, প্রান্তর বন্ধুর,
যেখানে বিস্মৃত দিন পড়ে আছে নিঃসঙ্গা নির্জন
সেখানে বর্ষার মেঘ জাগে আজ বিষণ্ন মেদুর।

[তথ্যসূত্র : বৃষ্টি- ফররুখ আহমদ]

- ক. সুকুমার রায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১
খ. মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পালাবদল ঘটে কীভাবে? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'শ্রাবণে' কবিতা কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার মূলভাবকে আংশিক ধারণ করে।"- তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. সুকুমার রায় ১৯২৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
খ. ঋতুর পালাবদলের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পালাবদল ঘটে।
• প্রতিটি ঋতুতেই প্রকৃতি তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে হাজির হয়। গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আসে বর্ষা। বর্ষার শেষ মাস শ্রাবণে রাত-দিন অবিরাম ধারায় বৃষ্টি হতে থাকে। এ সময় প্রকৃতি যেন ভিন্ন রূপে হাজির হয়। গ্রীষ্মের রুক্ষতা কাটিয়ে প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চার ঘটে। ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষারও পালাবদল ঘটে।